**বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ থেকে আম রপ্তানি বেড়েছে**

সরকার উদ্যোগী হওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে আম রপ্তানি বাড়ছে। এ বছর বাংলাদেশ থেকে আম রপ্তানি গত বছরের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেড়েছে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৭০০ টন আম রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১ হাজার টন বেশি। গত বছর মোট ১ হাজার ৭৫৭ টন আম রপ্তানি হয়েছিল।

শুক্রবার কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গত বছর ২৮টি দেশে আম রপ্তানি হয়েছিল, এ বছর ৩৪টি দেশে আম রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যে ১২৫৬ টন, ইতালিতে ২৯৬ টন, সৌদি আরবে ২৬০ টন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৩৭ টন, কাতারে ১১১ টন, সিঙ্গাপুরে ৫৫ টন, সুইজারল্যান্ডে ১৪ টন, জার্মানিতে ৭০ টন, ফ্রান্সে ৮৫ টন, সুইডেনে ৬৫ টন, কুয়েতে ২১৮ টন ও কানাডায় ৪০ টন উল্লেখযোগ্য।

দেশে বছরে প্রায় ২৫ লাখ টন আম উৎপাদন হয়। কিন্তু উৎপাদনের তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ অনেক কম। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাত্র ২৩২ টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩১০ টন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৮৩ টন, ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬৩২ টন, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭৫৭ টন আম রপ্তানি হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় জানায়, বিশ্ববাজারে দেশের আমের বিপুল চাহিদা থাকলেও উত্তম কৃষি চর্চাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে আম উৎপাদন ও প্যাকেজিং না হওয়ায় রপ্তানির পরিমাণ কম। সেজন্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে কৃষি মন্ত্রণালয় রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের উত্তম কৃষি চর্চা মেনে আম উৎপাদনসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকল্পের প্রথম বছরেই গত বছরের তুলনায় এক হাজার টন আম বেশি রপ্তানি হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক মো. আরিফুর রহমান জানান, চলতি বছর আরও ১৫-২০ দিন আম রপ্তানি হবে। ফলে বছরের পুরো হিসাব পেলে রপ্তানি বৃদ্ধির হার আরও বাড়বে।